6

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বই নিয়ে বিপাকে

।। সামছুল ইসলাম ।।

সারাদেশের সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জমাকৃত লাখ লাখ পুরাতন বই নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কোন গোডাউন না থাকায় জমাকৃত শত শত বই উঁই পোকা ও ইঁদুরে কেটে সাবাড় করছে। এতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। পুরাতন বই সংগ্রহ এবং বিতরণ করতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের সুসম্পর্ক অনেকটা বিনষ্ট হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার চাপের মুখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯৯৩ সালের ১৬ নভেম্বরে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে বিনা মূল্যে বিতরণকৃত পুরাতন বই সংগ্রহের নির্দেশ দেয়। বইয়ের অপচয় রোধকল্পে সচেতন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পুরাতন বই সংগ্রহের নির্দেশ জারি করা হয়।

বিনামূল্যে বিতরণকৃত নতুন বইয়ের সাথে এক সেট পুরাতন বইও বিতরণের নির্দেশ দেয়া হয়। পুরাতন বই সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য সরকার এক টাকাও বরাদ্দ দেয়নি। ফলে পুরাতন বই সংগ্রহ ও পুনরায় ছাত্রদের মাঝে বিতরণের সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হচ্ছে না। জানা গেছে, প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিনামূল্যে বই বিতরণের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা পরিবহন ব্যয় করা হয়ে থাকে। কিন্তু পুরাতন বই সংরক্ষণের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পকেট থেকেই বই সংরক্ষণের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

জমাকৃত পুরাতন বইসমূহ নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করতে গিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিচ্ছে। বিদ্যালয়ের স্বল্প জায়গায় জমাকৃত বই নিয়ে অনেক শিক্ষক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। চলতি মাসে আবারো বই সংগ্রহ করে যত্রতত্র রাখতে হচ্ছে। শিক্ষকরা জমাকৃত বইসমূহ ফেরত নেয়ার আবেদন করেও শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছ থেকে কোন সাড়া-শব্দ পায়নি। এদিকে দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জমাকৃত পুরাতন বই বিনা মূল্যে নেয়ার জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন-নিবেদন করে কোন অনুমতি পাচ্ছে না। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছে, এ সমস্ত বই তাদের বরাবর বরাদ্দ করা হলে অবৈতনিক পাঠাগারে অধ্যায়নরত ব্যক্তিদের মাঝে তা বিতরণ করা হবে। এতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করবে। জমাকৃত এ সমস্ত বই সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে গত ২০ জুন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পুনরায় পুরাতন বই সংগ্রহের নির্দেশ জারি করেছে। ফলে শিক্ষকদের মাঝে চাপা অসন্তোষ বিরাজ করছে।